দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... SEP. 1 4 1999
পৃষ্ঠা 7 কলাম 4

পটুয়াখালী কৃষি কলেজ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধনে বাধা কোথায়

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পটুয়াখালী কৃষি কলেজকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার প্রক্রিয়া যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে তা নস্যাৎ করার জন্য একটি মহল চক্রান্ত চালাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পদ্ধতিগত ত্রুটির অজুহাতে পুরো প্রক্রিয়াটিকে পিছিয়ে দিতে তারা এরই মধ্যে সরকারি প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের কয়েকজন কর্মকর্তাকে রাজি করাতে সক্ষম হয়েছে। আর এ কারণেই দিনাজপুরে হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেও পটুয়াখালীর বেলায় বিলম্ব ঘটছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত বছর ১৫ই মার্চ দক্ষিণাঞ্চল সফরকালে পটুয়াখালী পিডিএসএ ময়দানে এক জনসভায় জেলা শহর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে দুমকিতে অবস্থিত কৃষি কলেজটিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার ঘোষণা দেন। কাছাকাছি সময়েই দিনাজপুরে হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজকেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার ঘোষণা দেয়া হয়।

সরকার দাতা সংস্থার কাছ থেকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থের আশ্বাস পাওয়ার পর এ দুটি কৃষি কলেজকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার বিষয়টি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে কলেজ দুটির তদারকি কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএআরআই) উভয় কলেজের স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি গত মাসে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে হস্তান্তর করে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও এর একজন সদস্যকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করেছে।

এ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার দিনাজপুরে হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজের অবকাঠামোতে 'হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। পটুয়াখালী কৃষি কলেজের অবকাঠামোতেই আগে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কথা ছিল বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়। কিন্তু স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রান্তেই তা হয়নি।

সূত্র জানায়, এই চক্রান্তের হোতা পূর্ববর্তী বিএনপি সরকারের এক প্রভাবশালী মন্ত্রী ও সাবেক আমলা। বর্তমান সরকারের প্রশাসনেও তার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আমলা রয়েছেন। তারাই সরকারকে যুক্তি দিয়ে বোঝাচ্ছেন, আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় আলোচনা না করে এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রক্রিয়াটি ত্রুটিপূর্ণ। কাজেই প্রক্রিয়াটি নতুন করে শুরু করতে হবে।

জানা যায়, ওই সাবেক মন্ত্রী নিজেকে পটুয়াখালী কৃষি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা বলে দাবি করেন। আর সে কারণেই কলেজটির অবকাঠামোতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে নিজের কৃতিত্ব জাহির করার সুযোগ না পেয়ে তিনি এ চক্রান্তে মেতেছেন।

এদিকে ষড়যন্ত্রের বিষয়টি আঁচ করতে পারায় পটুয়াখালীর সাধারণ মানুষের মনেও ক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে। স্থানীয় নাগরিকদের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে গত ৭ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে একটি স্মারকলিপিও পাঠানো হয়েছে। স্মারকলিপিতে সই করেছেন দুমকি থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন হাওলাদার, পটুয়াখালী কৃষি কলেজ শিক্ষক পরিষদের আহ্বায়ক শামসুল হক হাওলাদার, দুমকি ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মোঃ আশরাফ আলী, স্থানীয় বণিক সমিতির নেতৃবৃন্দসহ আরো অনেকে।